দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১ ০ কলাম ০৮

৭৭৬ নার্সিং শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল

বড় ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতি

■ আবুল খায়ের

দেশের নার্সিং কলেজ, ইনস্টিটিউট ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে বড় ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে। জালিয়াতি করে ভর্তির অভিযোগে বাতিল করা হয়েছে ৭৭৬ জনের ভর্তি। ঘটনা তদন্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে একটি সিন্ডিকেট জাল-জালিয়াতি করে নার্সিং শিক্ষায় ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবে তারা কামিয়ে নিয়েছে কোটি কোটি টাকা। এ সিন্ডিকেটের সঙ্গে সেবা পরিদফতর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একশ্রেণির কর্মকর্তা রয়েছেন। এ সকল কর্মকর্তাই ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

জানা গেছে, নার্সিং কলেজে ভর্তিতে ন্যূনতম যোগ্যতা হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বছর পড়াশোনার পর ডিগ্রি দেয়া হয়। নার্সিং ইনস্টিটিউট ও মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি যোগ্যতা হচ্ছে মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) পাস। তিনবছর পাঠদান শেষে ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেয়া হয়। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলের ভিত্তিতে এসব কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। আর ভর্তির এই প্রক্রিয়াটিই দুর্নীতির রাস্তা খুলে দেয় অসাধু কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের। অনেক শিক্ষার্থীর ভর্তি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও সনদ জালিয়াতি করে কোর্সে ভর্তি হন। ভর্তি জালিয়াতির বিষয়টি সর্বপ্রথম পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

৭৭৬ নার্সিং

২০ পৃষ্ঠার পর

সেবা পরিদফতরের শিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তার নজরে আসে। তিনি বিষয়টি অনুসন্ধান করে দেখেন, ভর্তিতে শুধু অনিয়মই হচ্ছে না রীতিমত পুকুরচুরি হচ্ছে। বিষয়টি তিনি সেবা পরিদফতরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের জানান। পরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাৎক্ষণিক দুর্নীতি ও জাল জালিয়াতি করে যারা ভর্তি হয়েছে, তাদের ভর্তি বাতিলের নির্দেশ দেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর নার্সিং শিক্ষায় ভর্তিতে জালিয়াতি, দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সেবা পরিদফতর সূত্রে জানা যায়, ২০১৪-২০১৫ শিক্ষা বর্ষে সরকারি সাতটি নার্সিং কলেজে, বিএসসি ও ৪৩টি ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা (নার্সিং) এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির জন্য ৪ হাজার ৮০ জনকে নির্বাচিত করা হয়। ভর্তিচ্ছুদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের মনোনীত করা হয়। এদের মধ্যে নার্সিং ইনস্টিটিউটে ২৫৮০ জন, নার্সিং কলেজে ৭০০ জন ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারিতে ৮০০ জনকে ভর্তি করা হয়। ৭টি নার্সিং কলেজ ও ২৪টি নার্সিং ইনস্টিটিউটসহ ৩১টি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স রয়েছে। সবচেয়ে দুর্নীতির রেকর্ড হয়েছে মানিকগঞ্জ নার্সিং ইনস্টিটিউটে। ১১টি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি আসনে ১১ জনই দুর্নীতি ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হয়েছে। বৈধ নির্বাচিত প্রার্থীরা ভর্তির সুযোগ পাননি এ ইনস্টিটিউটে। শীর্ষ এক কর্মকর্তা বলেন, শুধু গ্রেডিং পদ্ধতির ফলাফলের ভিত্তিতে নার্সিং শিক্ষায় ভর্তির রীতি চালু হওয়ার পর থেকে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি ভর্তি হচ্ছে। বাদ পড়ছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের আবার বেশির ভাগই জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মী।

সম্প্রতি রাজধানীসহ ঢাকার বাইরে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাবি আদায়ের অজুহাতে আন্দোলন ও ভাংচুরসহ সহিংস ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, আন্দোলনকারীদের বেশির ভাগই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী। যারা শিবিরের অনুসারী। মন্ত্রণালয় ও সেবা পরিদফতরের শীর্ষ দুই কর্মকর্তা এর সত্যতা স্বীকার করেছেন।

শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতে নার্সিং শিক্ষায় ভর্তি না করে আগের মত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু করলে দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকগুণ কমে যাবে। চিকিৎসা সেবায় নার্সিং পেশার ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ শিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে আরো সচেতন হওয়া উচিত বলে দুই শীর্ষ কর্মকর্তা মতামত ব্যক্ত করেন।